খবরের কাগজ
06 Aug -2026, Page:9, Size:30 col*inch
Tonality: Neutral, Circulation: 20,000

দিনাজপুরে লংগান চাষে সাফল্য

সুলতান মাহমুদ, দিনাজপুর

মনিরুজ্জামান রিফাতের বাগান ঘিরে কৃষকদের আগ্রহ বাড়ছে

একসময় বিদেশি ফল হিসেবে পরিচিত লংগান এখন ফলছে দিনাজপুরের মাটিতে। দূর থেকে দেখলে লিচুর বাগান মনে হলেও কাছে গেলেই চোখে পড়ে বাদামি রঙের থোকায় থোকায় ঝুলে থাকা লংগান। সংযুক্ত আরব আমিরাতে চাকরির সময় এই ফলের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল মাওলানা মনিরুজ্জামান রিফাতের। সেই পরিচয় থেকেই জন্ম নেয় স্বপ্ন, আর দেশে ফিরে সেই স্বপ্ন বাস্তবে রূপ দিয়ে তিনি গড়ে তুলেছেন দিনাজপুর জেলার প্রথম বাণিজ্যিক লংগান বাগান।

দিনাজপুরের চিরিরবন্দর উপজেলার ভিয়াইল ইউনিয়নের জোতকৃষ্টাই গ্রামের প্রায় দুই একর জমিজুড়ে গড়ে ওঠা এই বাগানে রয়েছে ভিয়েতনামের জনপ্রিয় পিংপং ও পিংকন জাতের শতাধিক লংগান গাছ। চার থেকে পাঁচ বছরের পরিচর্যার পর এবার প্রায় প্রতিটি গাছেই এসেছে কাঙ্ক্ষিত ফলন। বাগানে ঢুকলেই দেখা যায়, প্রতিটি গাছে ঝুলছে অসংখ্য ফলের থোকা, যা দর্শনার্থীদের সহজেই আকৃষ্ট করছে।

উদ্যোক্তা মনিরুজ্জামান রিফাত জানান, আবুধাবিতে কর্মরত থাকাকালে নিয়মিত লংগান খেতেন। তখনই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন দেশে ফিরে এই ফলের চাষ করবেন। ২০২২ সালে চুয়াডাঙ্গার একটি নার্সারি থেকে ৫০টি চারা সংগ্রহের মাধ্যমে যাত্রা শুরু করেন। পরে আরও ৭৫টি চারা কিনে নিজের পোলট্রি খামারের চারপাশে রোপণ করেন।

তিনি বলেন, গত বছর আমার বাগান থেকে প্রায় পাঁচ লাখ টাকার লংগান বিক্রি হয়েছে। এবার ফলন আরও ভালো হওয়ায় অন্তত ১০ লাখ টাকার ফল বিক্রির আশা করছি। ইতোমধ্যে বিভিন্ন জেলা থেকে কৃষক ও উদ্যোক্তারা বাগান দেখতে আসছেন এবং অনেকেই চারা সংগ্রহে আগ্রহ প্রকাশ করছেন।

স্থানীয় প্রতিবেশী কৃষক মো. আব্দুল মালেক বলেন, 'শুরুতে আমরা অনেকেই ভেবেছিলাম বিদেশি এই ফল এখানে হবে না। কিন্তু রিফাতের বাগানে এত সুন্দর ফলন দেখে এখন আমাদের ধারণা বদলে গেছে। আমরাও লংগান চাষে আগ্রহী হচ্ছি। কৃষি বিভাগ সহযোগিতা করলে এ এলাকায় আরও অনেকেই এই ফলের বাগান গড়ে তুলতে পারবেন।

আরেক প্রতিবেশী মোছা. রোকেয়া বেগম বলেন, প্রতিদিন অনেক মানুষ এই বাগান দেখতে আসেন। গ্রামের জন্য এটি গর্বের বিষয়। নতুন এই ফলের কারণে এলাকার পরিচিতিও বাড়ছে।

চিরিরবন্দর উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা কৃষিবিদ জোহরা সুলতানা বলেন, চিরিরবন্দরে এটিই প্রথম বাণিজ্যিক লংগান বাগান। চার থেকে পাঁচ বছর বয়সী প্রায় সব গাছেই ফল এসেছে, যা অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক। লংগান, লিচু ও রামবুটান একই উদ্ভিদ পরিবারের ফল। লিচুর মৌসুম শেষ হওয়ার পর জুলাই-আগস্ট মাসে বাজারে লংগান আসে, ফলে বাজারে এর আলাদা চাহিদা তৈরি হয়।

তিনি আরও বলেন, 'ভিয়েতনামের পিংপং জাতের লংগানে রোগবালাই ও পোকার আক্রমণ তুলনামূলক কম। খুব কম কীটনাশক ব্যবহার করেই নিরাপদ ফল উৎপাদন করা সম্ভব। সঠিক পরিচর্যা ও বাজারজাতকরণ নিশ্চিত করা গেলে দিনাজপুরসহ উত্তরাঞ্চলে লংগান চাষ কৃষকদের জন্য লাভজনক সম্ভাবনার নতুন দুয়ার খুলে দিতে পারে।

দিনাজপুর কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক কৃষিবিদ আফজাল হোসেন বলেন, দিনাজপুরের মাটিতে বিদেশি এই ফলের সফল চাষ প্রমাণ করছে, নতুন প্রযুক্তি ও সাহসী উদ্যোগ থাকলে কৃষিতে বৈচিত্র্য আনা সম্ভব। মনিরুজ্জামান রিফাতের এই উদ্যোগ এখন শুধু ব্যক্তিগত সাফল্যের গল্প নয়, বরং উত্তরাঞ্চলের কৃষিতে সম্ভাবনাময় এক নতুন দৃষ্টান্ত হিসেবেই বিবেচিত হচ্ছে।

দিনাজপুরের চিরিরবন্দরে বাণিজ্যিকভাবে চাষ করা হচ্ছে লংগান খবরের কাগজ